

রোপন দূরত্বের গুরুত্ব

চারা রোপণের দূরত্বের ব্যবধানের জন্য ধানের ফলনের পার্থক্য হয়ে থাকে। ধানের জাত, চারা রোপণের সময়, চারার বয়স এবং মাটির উর্বরতার তারতম্যের জন্য চারা রোপণের দূরত্ব কমবেশি করতে হয়। সঠিক দূরত্বে চারা রোপণ করা হলে বেশি পরিমাণ ছড়া পাওয়া যায়, যা ধানের ফলন বাড়ায়।

চারা রোপণের পদ্ধতি

সারি করে অথবা এলোমেলো দু'ভাবেই চারা রোপণ করা যায়। সারি করে রোপণ করা হলে সারি এবং গোছা একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে। কিন্তু এলোমেলোভাবে রোপণ করা হলে দুই গাছের মধ্যে দূরত্ব সমান থাকে না। এ দুই পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রায় একই সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয় এবং ফলনেরও তেমন কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু সারিতে রোপণ করা হলে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং পরবর্তী পরিচর্যা বিশেষ করে আগাছা দমনের খরচ কম হয়। তাছাড়া প্রতিটি গুছি সমান দূরত্বে থাকে, ফলে সমানভাবে মাটি থেকে পুষ্টি নিয়ে ধানের ফলন বৃদ্ধি করতে পারে।



২৫×১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে লাগানো চারা

চারা রোপণের দূরত্ব

- ▶ চারা রোপণের জন্য সারি থেকে সারি ২০-২৫ সেন্টিমিটার (৮-১০ ইঞ্চি) এবং গুছি থেকে গুছি ১৫-২০ সেন্টিমিটার দূরত্ব দিতে হবে। তবে উইডার দিয়ে আগাছা দমনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারি ২৫ সেন্টিমিটার দিতে হবে।।
- ▶ জমির মাটি উর্বর হলে পাতলা করে অর্থাৎ ২৫×২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং অনুর্বর জমিতে ঘন করে ২০×১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে। তাছাড়া হাওর এলাকায় জমি নীচু এবং উর্বর হলে সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারা ৩০×২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করা যায়।
- ▶ সময়মতো রোপণ করা হলে গাছে নতুন কুশি গজানোর সময় বেশি পেয়ে থাকে বিধায় দূরত্ব একটু বেশি (২৫×২০ সেন্টিমিটার) দিতে হবে। আবার রোপণ করতে দেরী হলে দূরত্ব একটু কমিয়ে (২০×১৫ সেন্টিমিটার) দিতে হবে।
- ▶ কম উর্বর জমিতে ঘন করে চারা রোপণ করা হলে প্রতি একর জমিতে কার্যকরী কুশির সংখ্যা এবং ফলন বৃদ্ধি হয়। আবার উর্বর জমিতে একটু পাতলা করে চারা লাগানো হলে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং রোপণ করতে শ্রমিকের সংখ্যা কম দরকার হয় এবং ফলনও ভাল পাওয়া যায়।
- ▶ আমন মৌসুমে বন্যা অথবা অন্য কোন কারণে চারা রোপন করতে দেরী হলে ভাদ্র মাস (১৫ সেপ্টেম্বরের) অবশ্যই ১৫×১৫ অথবা ২০×১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং প্রতি গোছায় চারার সংখ্যা বাড়িয়ে (৫-৭ টি) রোপন করতে হবে।